



335185 - দু'জনরে মাঝে চ্যালএঞ্জমূলক প্রত্যাগতি হুকুম, যদি পুরস্কার দর্শকদরে পক্ষ থেকে দয়ো হয়

প্রশ্ন

নমিনাক্ত লনেদনেরে বধিন কী? এটা ক হারাম জুয়া বা বাজি ধরার মাঝে পড়বে? মোবাইলে সরাসরি সম্প্রচার হয় এমন একটা প্রোগ্রামে দুজনরে মাঝে চ্যালএঞ্জ ছুঁড়ে দেওয়া হবে। চ্যালএঞ্জেরে ধরন নমিনরূপ: ১. চ্যালএঞ্জেরে নরিদষিট সময়সীমা থাকবে, যটো চ্যালএঞ্জ গ্রহণকারী উভয় ব্যক্তি এবং চ্যালএঞ্জে উপস্থিতি সবার জানা থাকবে। ২. চ্যালএঞ্জ শুরু করার আগে দুজনরেই ব্যালনেস হবে শূন্য। ৩. চ্যালএঞ্জেরে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত উভয়েরে ব্যালনেস উপস্থিতি সবার কাছে দৃশ্যমান থাকবে। ৪. চ্যালএঞ্জ শুরু হলে উপস্থিতি যে কটে চাইলে চ্যালএঞ্জ গ্রহণকারী দুজনরে একজনকে হীরা দিতে পারবে যটো চ্যালএঞ্জকারীর ব্যালনেসে যুক্ত হবে; যাতো তাকে জিতিয়ে দিতে পারে। ৫. চ্যালএঞ্জ গ্রহণকারী দুই ব্যক্তির মাঝে বজিযী হবে ঐ ব্যক্তির ব্যালনেস প্রোগ্রাম শেষে অন্য জনরে চাইতে বেশি হবে। ৬. চ্যালএঞ্জ গ্রহণকারী দুজনরে মাঝে কটে হীরা দিতে পারবে না, শুধু উপস্থিতি অন্যান্য ব্যক্তির হীরা দিতে পারবে। হীরা এখানে কিছু ভারচুয়াল জনিস যগুলো আসল অর্থ দিয়ে কনো যায়, অথবা প্রোগ্রামেরে ভেতরে অন্যান্য পন্থায় অর্জন করা যায়।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

অধিকাংশ ফকীহরে মতে উট, ঘোড়া বা তীরন্দাজির প্রত্যাগতি ছাড়া অন্য কিছু কষত্রে পুরস্কার, অর্থ বা অন্য কিছু বনিমিয় হিসেবে দেওয়া জায়যে নহে। কটে কটে এই বধিতার মাঝে অন্তর্ভুক্ত করছেন কুরআন, হাদীস, ফকিহসহ দ্বীন প্রচারে সহায়ক সব ধরনের প্রত্যাগতি।

উক্ত বিষয়ে মূল দলীল হল একটি হাদীস যা আবু দাউদ (২৫৭৪), তরিমযী (১৭০০) ও ইবনে মাজাহ (২৮৭৮) বর্ণনা করছেন। তরিমযী হাদীসটিকে হাসান বলছেন। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “তীর, ঘোড়া এবং উট ছাড়া অন্য কিছু প্রত্যাগতিয় পুরস্কার নহে।” শাইখ আলবানী তার ‘সহীহ আবু দাউদ’ ও অন্যান্য বইয়ে এটাকে সহীহ বলছেন।

হাদীসে سبق (সাবাক) বলতে বোঝানো হয়েছে প্রত্যাগতিয় বজিযী ব্যক্তির জন্য যে পুরস্কার বা প্রাপ্য নরিধারণ করা হয়।



সন্দি রাহমাহুল্লাহ বলেন: “খাতাবী বলেন: প্রত্যাগতিয়ার মাধ্যমে অর্থ নেওয়া শুধুমাত্র এই দুই ক্ষেত্রে হালাল হবে।
ক্ষেত্র দুটি হলো: উট ও ঘোড়া। এই দুটির সাথে যুক্ত করা হয়েছে এই দুটিরই কাছাকাছি বস্তু তথা যুদ্ধাস্ত্র। কারণ
এগুলোতে পুরস্কার দেওয়ার মাধ্যমে জহাদরে প্রতি উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহী করে তোলা হয়।”[হাশিয়াতুস সন্দি আলা সুনান ইবনে
মাজাহ: (২/২০৬) থেকে সমাপ্ত]

পুরস্কারটা প্রত্যাগীদরে অর্থ থেকে হোক কিংবা তৃতীয় পক্ষ থেকে হোক, এতে কোনো পার্থক্য নেই। এগুলো সবই
নষিদ্ধ; কেবল তিনটি ক্ষেত্রে ছাড়া যগুলোর কথা সরাসরি দলিলে উদ্ধৃত হয়েছে এবং যা কিছুকে ইসলামের সাহায্য হিসেবে এ
তিনটির অধিকৃত করা হয়েছে। কিন্তু প্রত্যাগতিটা যদি হয় প্রত্যাগীদরে অর্থ থেকে, তাহলে সেটা জুয়া। আর যদি হয়
অন্যদরে অর্থ দিয়ে তাহলে সেটা জুয়া নয়; তবে হারাম। কারণ সেটা নষিদ্ধ কাজে বনিময়।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই প্রত্যাগতিগুলো অনুপকারী বিষয়ে হয়ে থাকে। এমনকি হারাম বিষয়েও হয়ে থাকে। যমেন: গান বা
অন্যান্য। হারাম বিষয়ে অর্থ ব্যয় করা জায়েয নেই। বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিজের সম্পদ শুধু এমন কাজেই ব্যয় করে যাত
উপকার আছে। সুতরাং এমন প্রত্যাগতি হারাম হওয়ার এটা আরেকটি কারণ।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলেন: “যদি দুই প্রত্যাগীর একজন অথবা তৃতীয় কউ বনিয়মটা দিয়ে তাহলে সেটা পুরস্কার
প্রদানের আরেকটা রূপ। তদুপরি এটা করতে নষিধে করা হয়েছে। কেবল বৈধতা দেওয়া হয়েছে এমন ক্ষেত্রে যাত উপকার
রয়েছে। যথা: উট বা ঘোড়দৌড় কিংবা তীরন্দাজি। হাদীসে এসেছে: “ঘোড়া, উট এবং তীর ছাড়া অন্য কিছু প্রত্যাগতিয়
পুরস্কার নেই।” কারণ দ্বীন ও দুনিয়ার যো কাজে কোনো উপকার নেই তাত অর্থ ব্যয় করা নষিদ্ধ; যদিও সেটা জুয়া না
হয়।”[মাজমুউল ফাতাওয়া (৩২/২২৩) থেকে সমাপ্ত]

সুতরাং এমন চ্যালেঞ্জমূলক প্রত্যাগতিয় পুরস্কার দেওয়া হারাম, যদিও সেটা দর্শকদের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে।

আল্লাহ সর্বজ্ঞ।